Publication: - Outlook India (https://www.outlookindia.com/newsscroll/bengal-inc-hails-union-budget/1723959)

Date: - 1st February, 2020

Page :- Online

Source:- IANS

Union Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 1st February 2020.

Bengal inc hails Union Budget

Kolkata, Feb 1 (IANS) Bengal inc on Saturday hailed the Budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, particularly lauding the steps to boost agriculture, rationalise personal income tax and give fillip to infrastructure. N.H. Bhansali, CEO, Finance, Strategy & Business Development, and CFO, Emami Limited, called the Budget balanced. "Looking at the current market scenario, where growth has slowed down, the focus is on stimulating growth rather than fiscal discipline. Accordingly, the Finance Minister has announced many steps for furtherance of agriculture, commerce, industry, services and exports. "Withdrawal of DDT and relaxation of FPI norms are welcome steps to boost investor confidence. This should also result in building consumer confidence gradually over a period of time.

"Overall, this Budget appears to be balanced with no big immediate impact on the current state of economy," said Bhansali. Sanjiv Goenka, Chairman, RP-Sanjiv Goenka Group, said the Finance Minister"s resolve to double Indian farmers" income by 2022 was "courageous". "Equally encouraging is her commitment to provide Rs 99,000 crore for education. Another courageous step is the simplification of the Income Tax Act. Its implications will be clearer only when further details are available," said Goenka.

He also thanked Sitharaman for the decision to raise the insurance coverage of bank deposits from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh and slashing the income tax rates. Harshavardhan Neotia, Chairman, Ambuja Neotia Group, said that notwithstanding the limited fiscal headroom available, the Finance Minister has tried to address many of the issues confronting the economy.

"There has been an effort to rationalise personal income tax so as to make some additional money available in the hands of the common man, with the hope that it would push consumption," said Neotia. He also welcomed the announcement of significant investments in infrastructure and agriculture sectors, which in turn had led to relaxing fiscal deficit target. "This is expected to provide the much-needed investment push to catalyse the economy," said the industrialist.He also expressed happiness over the many references in the Budget speech giving due importance to the role of entrepreneurs and wealth creators. "This will go a long way towards bridging the perceived trust deficit between the tax authorities, the government and the business community," he added.

B.B. Chatterjee, President of The Bengal Chamber, called the Budget "aspirational", focusing on boosting demand and consumption through tax relief, particularly DDT, spurring investment through corporate measures and deepening infrastructure and agriculture led spending. "Notwithstanding the possible breach of fiscal deficit target while trying to boost exports, The Bengal Chamber rates the Budget 6/10," said Chatterjee.

grey matter pr

engal Chamber on 1st February 2020

আনন্দবাজার পত্রিকা

ন পেল না সীতারামনের বাজেট, সেনসেক্স গোত্তা খেল ৯৮৮ পয়েন্ট

ড় থামানোর ার কোথায়!

“বাজেটের পুরোটা খুঁটিয়ে দেখার পরে অর্থনীতির চাকা ঘোরার ব্যাপারে আমি খুব একটা আশাবাদী নই। ডিভিডেন্ড বণ্টন করের ক্ষেত্রে ছাড় ব্যক্তিগত আয়ে ধাক্কা দেবে এবং ক্রেতার খরচেও প্রভাব ফেলবে।”

কিরণ মজুমদার শ’
সিএমডি, বায়োকন

“অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর জন্য যে ধাক্কার (কিক-স্টার্ট) দরকার ছিল, সুযোগ থাকলেও বাজেটে তার কিছুই হয়নি।”

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন কর্তা, সিআইআই

“বাজেট নিয়ে শিল্পের চড়া প্রত্যাশা ছিল। অর্থনীতির এই অবস্থায় বড় সংস্কারের সুযোগও ছিল। সেই প্রত্যাশা সব ক্ষেত্রে মেটেনি।”

সতীশ রেড্ডি
চেয়ারম্যান, ডঃ রেড্ডিজ় ল্যাবরেটরিজ়

সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বাসটা মিস করল কেন্দ্র। রফতানিতে সুবিধা, সাত দিনে জিএসটি-রিফান্ড বা ইস্পাত-সিমেন্ট-বিদ্যুতের যে সব প্রকল্প থমকে, অন্তত সেগুলি চালুর পদক্ষেপ করলে অর্থনীতিতে গতি আসত।”

বাজেটকে স্বাগত জানালেও, বেঙ্গল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট বি বি চট্টোপাধ্যায় ও টাটা স্টিল কর্তা পীযূষ গুপ্তের মতে, ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সরকার কী ভাবে খরচ করবে তা স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন আছে আয়কর ছাড়েও।

তবে সিআইআই প্রেসিডেন্ট বিক্রম কির্লোস্কর, ফিকির প্রেসিডেন্ট সঙ্গীতা রেড্ডি, হিন্দুজা গোষ্ঠীর সহযোগী চেয়ারম্যান গোপীচাঁদ পি হিন্দুজাদের মতে, কঠিন পরিস্থিতিতে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন নির্মলা। সিআইআইয়ের কর্তা চন্দ্রশেখর ঘোষ ও সঞ্জয় বুধিয়ার বক্তব্য, বাজেটে কিছুটা সহজ হয়েছে মানুষের হাতে টাকা আসার পথ।

হতাশ লগ্নিকারী খুঁজছেন উত্তর

প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী

বাজেট পেশ হল। আর শনিবারের বিশেষ লেনদেনে গত এক দশকের বৃহত্তম পতন দেখল সেনসেক্স। প্রায় ৯৮৮ পয়েন্ট পড়ে সূচক দাঁড়াল ৩৯,৭৩৫.৫৩ অঙ্কে। মুছে গেল লগ্নিকারীদের ৩,৪৬,২৫৬.৭৬ কোটি টাকার সম্পদ। দিনের এক সময় অবশ্য সূচক নেমে গিয়েছিল আরও বেশি, ১২৭৫ পয়েন্ট।

বাজার এ ভাবে হুড়মুড়িয়ে পড়তেই উঠল প্রশ্ন, এ কীসের ধাক্কা? করোনাভাইরাসের ভয়, নাকি নির্মলা সীতারামনের বাজেট? বিশেষত গত কয়েক দিনে যেখানে অন্যান্য দেশের মতো মারণ ভাইরাসের সংক্রমণেই কুঁকড়ে যেতে দেখা গিয়েছে তাকে। তবে লগ্নিকারীরা বলছেন, অর্থনীতির ঝিমুনি কাটানোর জন্য কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করে, তা দেখতে চোখ ছিল বাজেটে। কিন্তু হতাশ করেছেন নির্মলা। যা টেনে নামিয়েছে সূচককে। ৩০০.২৫ পয়েন্ট হারিয়ে নিফ্‌টি থামে ১১,৬৬১.৮৫ অঙ্কে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, আশাহত বাজার। লগ্নি সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা ভ্যালু রিসার্চের সিইও ধীরেন্দ্র কুমার বলেন, “চাহিদা ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য যে কার্যকরী পদক্ষেপ দরকার ছিল, মেলেনি।” পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং লিজিং সংস্থা শ্রেয়ীর চেয়ারম্যান হেমন্ত কানোরিয়া বলেন, “অর্থনীতির ঝিমুনি কাটাতে এমন পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল, যা চটজলদি অর্থনীতিতে গতি আনতে পারে। কিন্তু সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে।”

প্রশ্ন অনেক

- অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ওষুধ কই?
- বাড়বে চাহিদা?
- কাজ বাড়বে কী ভাবে?
- লগ্নিকারীকে ডিভিডেন্ড বণ্টন কর দিতে হলে বিনিয়োগ মার খাবে না তো?
- আয়করের বিকল্প মডেলে কি ধন্দ বাড়ল না?
- আয়করের ঘোষণা যদি ফান্ডের ইএলএসএস, পিপিএফ, বিমা ইত্যাদিতে লগ্নি কমায়?
- এনবিএফসি, গৃহঋণ সংস্থায় সঙ্কটের সুরাহা কোথায়?

এ দিন শেয়ার বাজার মহলের দাবি মেনে সংস্থাগুলির উপর থেকে ডিভিডেন্ড বণ্টন কর তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এতে ভারতীয় সংস্থার পাশাপাশি বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলিও উপকৃত হবে ঠিকই। তবে এখন ওই কর মেটাতে হবে যে লগ্নিকারী ডিভিডেন্ড পাবেন, তাঁকে। ডিভিডেন্ডের টাকা মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত করে কর হিসাব করতে হবে। দেকো সিকিউরিটিজের কর্ণধার অজিত দে বলেন, “হিসাব কষলে দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রেই কর কেটে ডিভিডেন্ড হাতে পাওয়া ও ডিভিডেন্ড হাতে পেয়ে কর মেটানোর মধ্যে দ্বিতীয়টাতেই লোকসানের মুখে পড়বেন লগ্নিকারী।”

এ দিন আয়কর মেটানোর যে বিকল্প মডেল ঘোষণা করেছে অর্থমন্ত্রী, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বাজারে লগ্নিকারীরা। বলছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত করদাতাকে কতটা কর কম দিতে হবে, তা নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট ধোঁয়াশা। কারণ, নতুন মডেলে যিনি কর মেটাবেন, তিনি আয়কর বাবদ কোনও ছাড়ই পাবেন না। পাশাপাশি আয়কর বিশেষজ্ঞ এস এম সুরানা বলেন, “এর ফলে সঞ্চয় মার খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, পিপিএফ, মিউচুয়াল ফান্ডের ইএলএসএস প্রকল্প, বিমা ইত্যাদিতে টাকা জমা দিলে তার উপর আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। যিনি নতুন মডেলে কর মেটাবেন তিনি ওই সব ছাড় পাবেন না।

Publication:- Bartaman

Date: - 2nd February,2020

Page :- 08

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

শিল্পের চাকা ঘোরানোর দিশাই নেই বাজেটে, হতাশ বণিকমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে রীতিমতো হতাশ শিল্পমহল। শনিবার যে বাজেট পেশ হয়েছে, তাতে হয়তো সাধারণ মানুষ আয়করে কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন বলে কারও কারও ধারণা। তবে সেখানেও বেশ খানিকটা বিভ্রান্তি রয়েছে। সামাজিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু ওই বাজেট প্রস্তাবে শিল্পের চাকা কতটা ঘুরবে, তা নিয়ে সন্দেহ দূর হচ্ছে না শিল্পমহলের। পাশাপাশি ১০ শতাংশ বৃদ্ধির যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন অর্থমন্ত্রী, তা সম্ভব কীভাবে, তারও বাস্তবতা খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকেই। পুরোটাই যেন এক গোলোকধাঁধাঁ।

গোটা দেশে যে আর্থিক মন্দা চলছে, তা কাটাতে কি আদৌ কোনও সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র? অন্তত তেমন দিশা দেখছে না শিল্পমহল। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মায়াঙ্ক জালান বলেন, ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্সের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে কর্পোরেটদের, এটি অবশ্যই সদর্থক পদক্ষেপ। শিল্পমহল চেয়েছিল, সরকার বাজারে কেনাকাটা বাড়ানোর উদ্যোগ নিক। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রপ্তানি বাড়ানোর জায়গা দেওয়া হোক। ব্যাঙ্কে বরাদ্দ বাড়ানো হোক। তা কতটা হল, সেই বিষয়ে জানতে আরও সময় লাগবে। ভারত চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রমেশকুমার সারোগিও বলেন, শিল্পের চাকা ঘোরানো এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কী পদক্ষেপ করল, তার আঁচ পেতে আরও একটু গভীরে পর্যালোচনা প্রয়োজন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট অর্পণ মিত্র বাজেট নিয়ে প্রশংসা করেছেন। তবে তাঁর আশা ছিল জিএসটির হার এবং তার রিটার্ন জমা দেওয়ার পদ্ধতিতে সরলীকরণ হবে। কিন্তু তা হয়নি। ভবিষ্যতে সরকার এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে বলেই আশাবাদী তিনি।

এক লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতির যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে আরও বেশি করে সংস্কার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করে মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। তাদের কথায়, সরকার যে পদক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করল বাজেটে, তা যদি নির্দিষ্ট সময় মেনে করা যায় এবং আর্থিক ঘাটতির বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো যায়, তাহলে অর্থনীতির ভোলবদল সম্ভব। আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে কিছুটা সন্দিহান বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিও। তাদের কথায়, যে আর্থিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেশ, তাতে ওই লক্ষ্যপরণ কিছুটা চাপের বিষয়। এই বণিকসভাটির দাবি, মোটের উপর ভালো হয়েছে বাজেট। যদি রেটিং করা হয়, তাহলে দশের মধ্যে ছয় দিতে চায় বেঙ্গল চেম্বার। নির্মলা সীতারামনের বাজেট প্রস্তাবকে 'ফিল গুড' বাজেট হিসেবে বর্ণনা করেছে ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্স। তবে বাজেট নিয়ে অনেকটাই আশাবাদী অঞ্জলি জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর অনর্ঘ উত্তীয় চৌধুরী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে মানুষের হাতে বেশি নগদ জোগানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে বলে আশা করা যায়।

কলকাতার বণিকসভাগুলি যেমন বাজেট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, তেমন জাতীয় স্তরের চেম্বার অব কমার্সগুলিও বাজেটের কয়েকটি দিক নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। শিল্পের কর ছাড় বা সামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার যেভাবে জোর দিয়েছে, তাতে খুশি সিআইআই, ফিকি বা অ্যাসোচেমের মতো বণিকসভাগুলি। কিন্তু উৎপাদন শিল্প থেকে শুরু করে শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি নিয়ে রা কাড়তে চায়নি কেউই।

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Jugasankha

Date: - 2nd February,2020

Page :- 01 & 09

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি গতি পাবে: শিল্পমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি:কেমন হবে দেশের কেন্দ্রীয় বাজেট? মধ্যবিত্তের হেঁসেল থেকে শিল্পমহলের কর্ণধাররা উদগ্রীব ছিলেন তা জানার জন্য। বাজেট পেশের পর এ রাজ্যের শিল্পমহল ইতিবাচকই মনে করেছে মোদি সরকারের দ্বিতীয়বারের এই বাজেটকে। এই বাজেট দেশের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিতে গতি আনবে। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন রাজ্যের শিল্প মহলের প্রতিনিধিরা।

শিল্প মহলের বক্তব্য, দেশের অর্থনীতিতে মন্দা তৈরি হয়েছিল, শিল্পের বৃদ্ধির হারও ততটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। > পৃ. ৯

ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি গতি পাবে: শিল্পমহল

এই অবস্থায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কাছে বড় পরীক্ষা ছিল কেন্দ্রীয় বাজেট। আর সেই পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সঙ্গে উতরে গিয়েছেন, এমনটাই মনে করছেন রাজ্যের শিল্প মহলের প্রতিনিধিরা।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও অর্থ সচিব এবং বিসিসিআইয়ের ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারপার্সন সুনীল মিত্র বললেন, 'এই বাজেটে ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার একটা দিশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গেলে যেটা দরকার সেটা হল বাজারে টাকার জোগান বাড়ানো। আর সেটা তখনই সম্ভব, যখন সাধারণ মানুষ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের বাইরে কেনাকাটা করবেন। আর তার জন্য দরকার বাড়তি টাকা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সেই সুযোগ করে দিয়েছেন আয়করের নতুন সংস্কার করে।'

প্রসঙ্গত, বাজেটে বিভিন্ন ধাপে ভেঙে আয়করের হার কমালেন অর্থমন্ত্রী। কেমন সেটা? বার্ষিক আয় আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আগের মতোই ৫ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে। তবে ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয়ে আগে ২০ শতাংশ আয়কর দিতে হত। কিন্তু এই বাজেটে তার কিছু অদলবদল করা হয়েছে। ৫ থেকে ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর দিতে হবে ১০ শতাংশ। আর ৭.৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয়ের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে। ফলে ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করদাতারা কিছুটা স্বস্তি পেলেন। উপরের ধাপগুলিতেও এমন আয়কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন আয়করদাতারা। সুনীলবাবুর মতে, এর ফলে হাতে যে টাকা সঞ্চিত হল, তা দিয়ে মধ্যবিত্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাইরে অন্য জিনিসপত্র কেনাকাটা করবেন। বাজারে টাকার জোগান বাড়বে, আর তার ফলে গতি আসবে অর্থনীতিতে।

দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ করলেন বিসিসিআইয়ের সভাপতি বিবি চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'এই বাজেটে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগমুখী করতে খোলা হবে ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সেল। যা জমি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দেবে। এর ফলে দেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়বে।'

বিশিষ্ট শিল্পপতি কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এলআইসি বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। সরকারি তহবিল সংগ্রহের জন্য বাজারে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও)-এর মাধ্যমে এলআইসি-র শেয়ার ছাড়া হবে। আর্থিক ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত।'

উল্লেখ্য, এলআইসি বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের এক ঘণ্টার মধ্যে এলআইসি হাউজিং ফিনান্সের শেয়ার ৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Prabhat Khabar

Date: - 2nd February,2020

Page :- 16

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी सराहा

कोलकाता. बंगाल चेंबर के अध्यक्ष बीबी चटर्जी ने आम बजट के संबंध में कहा कि यह बजट मांग और खपत को कर राहत के जरिए बढ़ावा देनेवाला है. निवेश को कार्पोरेट तरीके से और आधारभूत ढांचे तथा कृषि संबंधित व्यय के जरिये बढ़ावा दिया गया है. बंगाल चेंबर की ओर से बजट को 10 में से छह अंक दिये जाते हैं. चेंबर के मुताबिक देश में घट रही मांग और खपत के मद्देनजर वित्त मंत्री ने ग्रामीण इलाकों में अधिक खर्च के लिए कदम तय किया हैं और निजी आयकर की दरों में विकल्प के जरिये छूट दी है. कर संबंधी विवादों को सुलझाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है.

Publication:- Rajasthan Patrika

Date: - 2nd February,2020

Page :- 03

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

आम बजट पर वाणिज्य मंडलों की प्रतिक्रिया

जुर्माना से मुक्त करने की घोषणा राहत

@ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स

@ बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स

लीक से हट कर बजट

केन्द्रीय बजट 2020 लीक से हट कर है, जो अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने के साथ खर्च और निवेश को बढ़ावा देगा। बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती, कृषि और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए रियायत और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रियता दिखाई गई है। लाभांश वितरण कर समाप्त कर साल में 10 से 12 लाख रुपए आय करने वाले शेयर धारकों को लाभ देने की कोशिश की गई है। को-ऑपरेटिव ब्याज कम करने, विवाद समाधान योजना के विवादित मामले में करदाताओं को कर ब्याज या जुर्माना से मुक्त करने की घोषणा बड़ी राहत है। बजट में किफायती आवासन और एमएसएमई को राहत दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती दुनिया में सबसे कम करना और पूंजीगत लाभ में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाभांश और रॉयल्टी को कर मुक्त करना महत्वपूर्ण कदम है।

माधव सुरेका, अध्यक्ष, कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स

अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतों का ख्याल

कृषि, हॉर्टिकल्चर, स्वास्थ्य, ग्रीन ऊर्जा, बुनियादी ढांचा जैसे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक रकम आवंटित करने की घोषणा कर अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। इसे प्रभावशाली तरीके से लागू करने से मध्य और दीर्घकाल में गरीबों का जीवन स्तर में सुधार आएगा। बैंक में जमा रकम पर बीमा देने की सीमा एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख करने की घोषणा बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा और बैंक में जमा बढ़ेगा। लाभांश को कर मुक्त, प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, व्यक्तिगत आयकर ब्याज दर घटाना और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की घोषणा स्वागत योग्य है।

मयंक जलान, अध्यक्ष आईसीसी

संभावनाएं जगाने वाला बजट

देश में मांग और खपत में गिरावट के बीच पेश किया गया केन्द्रीय बजट व्यापार, उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में आगे देखने और आकंक्षाओं वाला बजट है। बजट में ग्रामीण इलाकों में अधिक खर्च करने और व्यक्तिगत कर में कटौती का विकल्प दिया गया है और 10 प्रतिशत की दर से जीडीपी में वृद्धि के आधार पर राजकोषीय लक्ष्य को शिथिल करने की कोशिश की गई है। निवेश को प्रेरित करने के लिए डीडीटी को समाप्त कर कर को प्रोत्साहन करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा निजीकरण को बढ़ावा देने और एलआईसी के शेयर बेचने के महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, कंपनी कानून में परिवर्तन कर कॉरपोरेट क्षेत्र को आपराधिक मामले से राहत देने और निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार नीति के तहत निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर ड्यूटी और कर हटाने के प्रस्ताव की घोषणा प्रसंशनीय है। बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स 10 में से केन्द्रीय बजट को 6 अंक देता है।

बीबी चटर्जी, अध्यक्ष, बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स

Publication:- Sangbad Pratidin

Date: - 2nd February,2020

Page :- 02

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

নির্মলার বাজেটে খুশি বণিকমহল

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বিতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট দেখে রাজ্যের শিল্প ও বণিকমহল মোটের উপর সন্তুষ্ট। বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে তারা বলেছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের এই পদক্ষেপ অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফেরাতে সহায়ক হবে।

বাজেট ঘোষণার পর একে একে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বণিকমহল। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট রমেশকুমার সারাওগি বাজেট নিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, মূলত গ্রাম এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষার দিকে জোর দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে মনে করে ভারত চেম্বার অফ কমার্স।

প্যাটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় বুধিয়া বাজেটের বিভিন্ন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। 'ডিজিটালি আনঅ্যাবেটেড ট্যাক্স' ও বিদ্যুৎ শুল্ক, পেট্রোলিয়াম সেস ও মান্দি ট্যাক্সের মতো রফতানি শুল্ক রিফান্ডের বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও প্রতি জেলায় রফতানি হাব, নয়া সরবরাহ নীতি, নতুন ১০০টি বিমানবন্দর ও একাধিক রেল স্টেশন সংস্কার ও ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্সের মতো উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তরফে এই বাজেটকে ১০-এর মধ্যে ৬ দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের প্রসিডেন্ট বি বি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এটি আশা-আকাঙ্ক্ষার বাজেট।" মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের তরফে এই বাজেটকে আবার 'ভারসাম্যের' বাজেট বলা হয়েছে। এই বাজেট শিল্পক্ষেত্রগুলির জন্য সদর্থক হবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে তারা। অঞ্জলি জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অনর্ঘউত্তীয় চৌধুরি এই বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এই বাজেট অর্থনীতিকে বুস্ট করবে। জনগণের হাতে নগদের জোগান বাড়বে এই বাজেটের মধ্যে।

ইমামি রিয়েলটি লিমিটেডের সিইও নীতেশ কুমার বলেন, এই বাজেট তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেবে না এবং জনগণের প্রত্যাশা এখনই পূরণ হবে না ঠিকই। কিন্তু এই বাজেটে রিয়েল এস্টেট সেক্টরের জন্য প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নেও এই বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

Publication:- Sanmarg

Date: - 2nd February,2020

Page :- 11

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) अध्यक्ष मयंक जालान ने कहा कि बजट में कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों के लिए उच्च आवंटन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है, जिससे मध्यम से दीर्घकालिक विषय में गरीबों के उत्थान में लाभ हो। बैंक जमा के लिए बीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना बैंकों में आम जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा।

कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माधव सुरेका के मद्देनजर, यह एक अच्छा बजट है जो अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करेगा और खर्च और निवेश को बढ़ावा देगा। जहां तक आयकर का संबंध है, लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, इससे उन शेयर धारकों को बहुत लाभ होगा जो साल में 10-12 लाख रुपये कमा रहे हैं।

भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष रमेश कुमार सरावगी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चुना है। परियोजनाओं का तेजी से गठन, आवंटित धन उपलब्ध कराना और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, इसलिए, बुनियादी ढांचा से जुड़े कुछ बुनियादी उद्योगों में वृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की ओर अग्रसर होने की संभावना है। बजट में बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी को समेकित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बीबी चटर्जी ने कहा कि यह बजट जनमुखी बजट है। इसमें सबका ध्यान में रखा गया है। कृषि, स्वास्थ्य, इंफ्रा व शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश आने से यह इस क्षेत्र के कारोबार को बढ़ाने के साथ रोजगार को बढ़ाने वाला भी होगा। अगर बजट में की गयी घोषणाएं सही से लागू हो जाए तो इस बजट को 10 में से जितने अंक दिये जाए उतने कम होंगे।

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- The Statesman

Date: - 2nd February,2020

Page :- 08

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

Chambers welcome Budget proposals

STATESMAN NEWS SERVICE
KOLKATA, 1 FEBRUARY

Chambers and industry bodies generally welcomed the Union Budget presented by the Union finance minister, Ms Nirmala Sitharaman, today.

In its post-Budget reaction Indian Chamber of Commerce president Mayank Jalan said: "ICC compliments Government of India for taking several budgetary measures to support Indian economy during global slowdown."

The Budget has tried to take care of the basic needs of the economy in terms of higher allocation to sectors like agriculture, horticulture, health, renewable energy, environment, infrastructure, etc which should benefit the upliftment of the poor in the medium to long term subject to effective implementation, he said.

The decision to increase the insurance for bank deposits to Rs 5 lakh from Rs 1 lakh will help increase the trust and faith of general public in banks. This should lead to higher funds availability to the banks, he added.

President of the Bengal Chamber, Mr B B Chatterjee, said: "Removal of dividend distribution tax is a positive step for the industry which will boost investments and consequently help employment generation." However, there were expectations that long-term capital gain (LTCG) tax would be withdrawn in the Budget for fiscal 2020-21, which has not happened, he said.

Mr Sunil Mitra, former revenue and finance secretary, Government of India, and chairperson, economic affair committee of the Bengal Chamber, raised concerns over how the government will fund the huge Budget deficits for both the current and the next financial years.

Mr Mitra also raised doubts over 20 per cent capital expenditure growth, which the Budget is targeting for the next fiscal.

Complimenting the Budget, the Merchants' Chamber of Commerce & Industry (MCCI) said that the Union Budget 2020-21 strikes a reasonable balance between addressing the objective of inclusivity and laying the path for a $5-trillion economy by focusing on infrastructure spending, incentivising affordable housing, providing growth capital for PSU banks and signalling support for sound NBFCs.

"Overall, the MCCI feels the Budget has sent out positive vibes to the Industry, and if the country can implement the measures announced in a time-bound fashion and maintain fiscal deficit targets, India can become a $5 trillion economy in the near-term," the chamber said.

Mr Ramesh Kumar Saraogi, president of Bharat Chamber of Commerce, said: "The Central Budget 2020 has chosen to stimulate economic growth by focusing on development in the rural sector, healthcare and education. Speedy formulation of the projects, making available allocated funds and effective implementation of the programmes are, therefore, likely to boost growth in some of the infrastructure linked core industries and lead to employment generation."

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Aajkaal

Date: - 3rd February,2020

Page :- 08

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

বাজেট নিয়ে বিসিসিআই

আজকালের প্রতিবেদন

চাহিদাপূরণে উচ্চাভিলাষী কেন্দ্রীয় বাজেট। কর ছাড়ের মাধ্যমে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতে কর্পোরেট ক্ষেত্রে বিনিয়োগে গতি আসবে। বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় এ কথা জানিয়েছেন বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট বি বি চ্যাটার্জি। এদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করলেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরনজিৎ সিং। বাজেট নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেন, বিদেশি লগ্নির পাশাপাশি পড়ুয়া বিনিময়ও দরকার। তবেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারত অগ্রণী হতে পারবে।

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

Publication: - bengali.oneindia (https://bengali.oneindia.com/news/kolkata/bengal-chamber-of-commerce-reaction-after-union-budget-073043.html)

Date: - 1st february, 2020

Page :-

Union Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 1st February 2020.

বাজেট নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের?

২০২০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে মোটের উপর ভালো আখ্যা দিল রাজ্যের বণিকসভাগুলি। বাজেটে শহর এবং গ্রামে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শিল্পে জোয়ার আনার দীশা দেখানো হয়েছে বলে মনে করেন রাজ্যের শিল্পপতিরা। দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে পৌঁছানো সম্ভব বলেও মনে করে বণিকসভাগুলি। দেশজুড়ে আর্থিক মন্দা, আর্থিক বৃদ্ধির হাড়ের গতি মন্থর, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি।

পাশাপাশি কর্মসংস্থান কমে যাওয়া। দেশজুড়ে এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবস্থার মুকাবিলা করে বাজার চাঙ্গা করা এবং দেশের অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়ানোই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এর কাছে। আর প্রত্যাশামতোই দুই হাজার কুড়ি সালের বাজেটে সেই প্রচেষ্টায় করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। একদিকে কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার দাওয়াই বাজেটে বাতলানো হয়েছে। সেই সঙ্গে যাতে শিল্পের স্বর আসতে পারে তার দিশাও বাজেটে দেখানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি এবং রেলের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় সড়ক এবং সেতু নির্মাণের মতো গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের দিশা দেখানো হয়েছে বাজেটে। শনিবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সিথারামান এর পেশ করা এই বাজেটকে মোটের উপর ভালো বলে প্রতিক্রিয়া দিল রাজ্যের বণিকসভা গুলি। শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এফডিআই ছাড়পত্র কে স্বাগত জানিয়ে এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং সেইসঙ্গে মধ্যবিত্তকে ভালো শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে না হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আগামী দিনে তৈরি হওয়া কে ইতিবাচক বলে মনে করেছে রাজ্যের বণিকসভা গুলি। শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে বণিকসভা গুলির তরফে। বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য কর ছাড়ের ক্ষেত্রে বড়সড় ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং এর ফলে বাজার চাঙ্গা হবে বলে মনে করছেন রাজ্যের শিল্পপতিরা। বাজেটে জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে। বাজেটের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে বণিকসভা গুলি। রাজ্যের শিল্পপতিরা মনে করেন ১০ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব। তবে তার জন্য ২০২৩ সালে কে যাবে বলেও মনে করেন তারা। চীন ও আমেরিকার মধ্যে চলতি অর্থনৈতিক যুদ্ধের ফল ভারতকে ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করেন রাজ্যে শিল্পপতিরা। এর প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে পড়েছে বলেও মনে করেন তারা। এই পরিস্থিতি সাময়িক এবং এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যাবে বলেও মনে করছেন রাজ্যের বণিকসভা গুলির আধিকারিকরা।

Publication: - daijiworld.com
(https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=669854)

Date: - 1st February, 2020

Page :- Online

Source:- IANS

Union Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 1st February 2020.

Bengal inc hails Union Budget

Kolkata, Feb 1 (IANS) Bengal inc on Saturday hailed the Budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, particularly lauding the steps to boost agriculture, rationalise personal income tax and give fillip to infrastructure. N.H. Bhansali, CEO, Finance, Strategy & Business Development, and CFO, Emami Limited, called the Budget balanced. "Looking at the current market scenario, where growth has slowed down, the focus is on stimulating growth rather than fiscal discipline. Accordingly, the Finance Minister has announced many steps for furtherance of agriculture, commerce, industry, services and exports. "Withdrawal of DDT and relaxation of FPI norms are welcome steps to boost investor confidence. This should also result in building consumer confidence gradually over a period of time.

"Overall, this Budget appears to be balanced with no big immediate impact on the current state of economy," said Bhansali. Sanjiv Goenka, Chairman, RP-Sanjiv Goenka Group, said the Finance Minister"s resolve to double Indian farmers" income by 2022 was "courageous". "Equally encouraging is her commitment to provide Rs 99,000 crore for education. Another courageous step is the simplification of the Income Tax Act. Its implications will be clearer only when further details are available," said Goenka.

He also thanked Sitharaman for the decision to raise the insurance coverage of bank deposits from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh and slashing the income tax rates. Harshavardhan Neotia, Chairman, Ambuja Neotia Group, said that notwithstanding the limited fiscal headroom available, the Finance Minister has tried to address many of the issues confronting the economy.

"There has been an effort to rationalise personal income tax so as to make some additional money available in the hands of the common man, with the hope that it would push consumption," said Neotia. He also welcomed the announcement of significant investments in infrastructure and agriculture sectors, which in turn had led to relaxing fiscal deficit target. "This is expected to provide the much-needed investment push to catalyse the economy," said the industrialist.He also expressed happiness over the many references in the Budget speech giving due importance to the role of entrepreneurs and wealth creators. "This will go a long way towards bridging the perceived trust deficit between the tax authorities, the government and the business community," he added.

B.B. Chatterjee, President of The Bengal Chamber, called the Budget "aspirational", focusing on boosting demand and consumption through tax relief, particularly DDT, spurring investment through corporate measures and deepening infrastructure and agriculture led spending. "Notwithstanding the possible breach of fiscal deficit target while trying to boost exports, The Bengal Chamber rates the Budget 6/10," said Chatterjee.

Publication: - newsd.in (https://newsd.in/bengal-inc-hails-union-budget/)

Date: - 1st February, 2020

Page :- Online

Source:- IANS

Union Budget reaction 2020 by The Bengal Chamber on 1st February 2020.

Bengal inc hails Union Budget

Kolkata, Feb 1 (IANS) Bengal inc on Saturday hailed the Budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, particularly lauding the steps to boost agriculture, rationalise personal income tax and give fillip to infrastructure. N.H. Bhansali, CEO, Finance, Strategy & Business Development, and CFO, Emami Limited, called the Budget balanced. "Looking at the current market scenario, where growth has slowed down, the focus is on stimulating growth rather than fiscal discipline. Accordingly, the Finance Minister has announced many steps for furtherance of agriculture, commerce, industry, services and exports. "Withdrawal of DDT and relaxation of FPI norms are welcome steps to boost investor confidence. This should also result in building consumer confidence gradually over a period of time.

"Overall, this Budget appears to be balanced with no big immediate impact on the current state of economy," said Bhansali. Sanjiv Goenka, Chairman, RP-Sanjiv Goenka Group, said the Finance Minister"s resolve to double Indian farmers" income by 2022 was "courageous". "Equally encouraging is her commitment to provide Rs 99,000 crore for education. Another courageous step is the simplification of the Income Tax Act. Its implications will be clearer only when further details are available," said Goenka.

He also thanked Sitharaman for the decision to raise the insurance coverage of bank deposits from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh and slashing the income tax rates. Harshavardhan Neotia, Chairman, Ambuja Neotia Group, said that notwithstanding the limited fiscal headroom available, the Finance Minister has tried to address many of the issues confronting the economy.

"There has been an effort to rationalise personal income tax so as to make some additional money available in the hands of the common man, with the hope that it would push consumption," said Neotia. He also welcomed the announcement of significant investments in infrastructure and agriculture sectors, which in turn had led to relaxing fiscal deficit target. "This is expected to provide the much-needed investment push to catalyse the economy," said the industrialist.He also expressed happiness over the many references in the Budget speech giving due importance to the role of entrepreneurs and wealth creators. "This will go a long way towards bridging the perceived trust deficit between the tax authorities, the government and the business community," he added.

B.B. Chatterjee, President of The Bengal Chamber, called the Budget "aspirational", focusing on boosting demand and consumption through tax relief, particularly DDT, spurring investment through corporate measures and deepening infrastructure and agriculture led spending. "Notwithstanding the possible breach of fiscal deficit target while trying to boost exports, The Bengal Chamber rates the Budget 6/10," said Chatterjee.

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Anandabazar Patrika

Date: - 2nd February,2020

Page :- 10

Union Budget 2020 Reaction by The Bengal Chamber on 1st February 2020

শিল্পের মন পেল না সীতারামনের বাজেট, সেন

ঝড় থামানোর সংস্কার কোথায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কর্পোরেট কর ছাঁটাইয়ের মতো পদক্ষেপে ঝড় থামেনি। বরং উদ্বেগ বাড়িয়ে আরও প্রবল হয়ে আছড়ে পড়েছে অর্থনীতির উঠোনে। শনিবার তাই ঘুরে দাঁড়ানোর মতো সাহসী সংস্কারের বার্তা চেয়েছিল শিল্প। কিন্তু অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট পড়া থামতেই একাংশের প্রশ্ন, কোথায় সেই কিক-স্টার্ট? যার অপেক্ষায় ছিল দেশ? ফলে এখনই অর্থনীতির চাকা ঘোরার আশা দেখছে না তারা। যদিও অন্য অংশের যুক্তি, এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দিশা দেখিয়েছেন নির্মলা।

কর নিয়ে শিল্পের হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন যে বায়োকনের সিএমডি কিরণ মজুমদার শ, এ দিন তাঁর মন্তব্য, "অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে আশাবাদী নই। ডিভিডেন্ড বণ্টন কর সংস্থার বদলে লগ্নিকারীর উপর চেপেছে। প্রভাব ফেলবে ক্রেতার খরচেও।" অথচ অনেকেই বলছেন, ক্রেতা খরচ করবে এমন দাওয়াই-ই তো দরকার ছিল। ডক্টর রেড্ডিজ় ল্যাবরেটরিজ়ের চেয়ারম্যান সতীশ রেড্ডী, সিআইআইয়ের দুই প্রাক্তন কর্তা অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ে একবাক্যে বলছেন, বাজেটে বড়সড় সংস্কারের মাধ্যমে সেই জোর ধাক্কা নেই। একই দাবি ডাবর ইন্ডিয়ার কর্তা মোহিত মলহোত্রর।

দীপঙ্করবাবুর দাবি, "বাজেটে সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বাসটা মিস করল কেন্দ্র। রফতানিতে সুবিধা, সাত দিনে জিএসটি-রিফান্ড বা ইস্পাত-সিমেন্ট-বিদ্যুতের যে সব প্রকল্প থমকে, অন্তত সেগুলি চালুর পদক্ষেপ করলে অর্থনীতিতে গতি আসত।"

বাজেটকে স্বাগত জানালেও, বেঙ্গল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট বি বি চট্টোপাধ্যায় ও টাটা স্টিল কর্তা পীযূষ গুপ্তের মতে, ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সরকার কী ভাবে খরচ করবে তা স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন আছে আয়কর ছাড়েও।

তবে সিআইআই প্রেসিডেন্ট বিক্রম কির্লোস্কর, ফিকির প্রেসিডেন্ট সঙ্গীতা রেড্ডি, হিন্দুজা গোষ্ঠীর সহযোগী চেয়ারম্যান গোপীচাঁদ পি হিন্দুজাদের মতে, কঠিন পরিস্থিতিতে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন নির্মলা। সিআইআইয়ের কর্তা চন্দ্রশেখর ঘোষ ও সঞ্জয় বুধিয়ার বক্তব্য, বাজেটে কিছুটা সহজ হয়েছে মানুষের হাতে টাকা আসার পথ।

"বাজেটের পুরোটা খুঁটিয়ে দেখার পরে অর্থনীতির চাকা ঘোরার ব্যাপারে আমি খুব একটা আশাবাদী নই। ডিভিডেন্ড বণ্টন করের ক্ষেত্রে ছাড় ব্যক্তিগত আয়ে ধাক্কা দেবে এবং ক্রেতার খরচেও প্রভাব ফেলবে।"

কিরণ মজুমদার শ'
সিএমডি, বায়োকন

"অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর জন্য যে ধাক্কার (কিক-স্টার্ট) দরকার ছিল, সুযোগ থাকলেও বাজেটে তার কিছুই হয়নি।"

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন কর্তা, সিআইআই

"বাজেট নিয়ে শিল্পের চড়া প্রত্যাশা ছিল। অর্থনীতির এই অবস্থায় বড় সংস্কারের সুযোগও ছিল। সেই প্রত্যাশা সব ক্ষেত্রে মেটেনি।"

সতীশ রেড্ডি
চেয়ারম্যান, ডঃ রেড্ডিজ় ল্যাবরেটরিজ়

হ
খুঁ

প্রজ্ঞানন্দ

বাজেট পেশ হল।
বিশেষ লেনদেনে
বৃহত্তম পতন দেখ
৯৮৮ পয়েন্ট প
৩৯,৭৩৫.৫৩ অ
লগ্নিকারীদের ৩,৪
টাকার সম্পদ। দিনে
সূচক নেমে গিয়ে
১২৭৫ পয়েন্ট।

বাজার এ
পড়তেই উঠল প্রশ্ন
করোনাভাইরাসের
সীতারামনের বাজে
কয়েক দিনে যেখা
মতো মারণ ভাই
কুঁকড়ে যেতে দে
তবে লগ্নিকারীরা
ঝিমুনি কাটানোর
পদক্ষেপ করে,
ছিল বাজেটে। কি
নির্মলা। যা টেনে
৩০০.২৫ পয়েন্ট
১১,৬৬১.৮৫ অ

বিশেষজ্ঞদের
বাজার। লগ্নি
সংস্থা ভ্যালু রিসা
কুমার বলেন, "চ
বাড়ানোর জন্য যে
দরকার ছিল, মে
উন্নয়ন এবং লি
চেয়ারম্যান হেমন্ত